প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৭ মার্চ ২০০৮, ১৩ চৈত্র ১৪১৪, ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৪০, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ৩টা ২০ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে
- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়/উপসম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- চিঠিপত্র

ফিচার পাতা
- আনন্দ

বিশেষ প্রতিবেদন
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

সম্পাদকীয়/উপসম্পাদকীয়

সংবাদ শিরোনাম | আগের সংবাদ

ত থ্য প্র যু ক্তি

সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আমাদের প্রস্তুতি কী

কামরুল হাসান

ইন্টারনেটে শিশুদের নিয়ে তৈরি করা অশ্লীল ছবির ওয়েবসাইট আছে প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ। ১০ লাখেরও বেশি শিশুর ছবি রয়েছে এসব সাইটে। আরও ভয়ঙ্কর তথ্য হলো– এর সঙ্গে যুক্ত এক লাখের মতো অবৈধ ব্যবসায়ী। কিছুদিন আগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে এ চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। এ ভয়াবহ অবস্থা জানার পর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, এ অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কতটা প্রস্তুত বাংলাদেশ?

ছোট একটি দেশ এস্তোনিয়ার কথা ধরা যেতে পারে। এস্তেনিয়ায় সাইবার অপরাধ পুরো সরকারব্যবস্থার ওপর আঘাত হানে। সেখানে দুটি বড় ব্যাংক, ছয়টি সংবাদপত্র, সংসদসহ রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অবৈধ ব্যবহারকারীরা (হ্যাকার) এসব সংস্থার সব তথ্য ও যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। পুরো পরিস্থিতি সামাল দিতে বেকায়দায় পড়তে হয় সরকারকে। ছোট এস্তোনিয়ার কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া? এই দেশটিও হ্যাকারদের হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ এখন আর এ হুমকির বাইরে নয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে আয়োজিত এ সেমিনারে উপস্থাপিত এক সমীক্ষায় বলা হয়, প্রতিবছর সাইবার অপরাধের কারণে পৃথিবীতে সাড়ে ১০ হাজার কোটি ডলার ক্ষতি হচ্ছে। ২০০৮ সালে শুধু কম্পিউটারসংক্রান্ত তথ্যেরই ক্ষতি হবে চার হাজার কোটি ডলার। এখন প্রতিনিয়ত এ ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে।

২০০৭ সালে সারা বিশ্বে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেসব প্রতারণা হয়েছিল তার আর্থিক মূল্য ছিল ১০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর বাইরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপরাধের ফলে যে তথ্যবিভ্রাট ঘটানো হয়েছে কিংবা তথ্য চুরি করা হয়েছে, তার মূল্য চার হাজার কোটি মার্কিন ডলারের সমান। সাইবার অপরাধের ফলে আর্থিক ক্ষতির এই পরিমাণ বিশ্বব্যাপী অবৈধ মাদক লেনদেনের অর্থের চেয়ে অনেক বেশি।

বিশেষ প্রতিবেদন
প্রথম আলো গোলটেবিল বৈঠক
যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার-প্রক্রিয়া শুরু হোক

বিশেষ প্রতিবেদন
প্রথম আলো গোলটেবিল বৈঠক
তথ্যঅধিকার
অধ্যাদেশ-২০০৮:
আরও উন্মুক্ত করা হোক

আরো যা আছে
সকল ফিচার পাতা
পুরনো সংখ্যা
আমাদের কথা
বাংলা না এলে

এ পর্যন্ত পড়েছেন
২৮৭৫৬৫
জন পাঠক

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) সাইবার অপারাধীদের চার ভাগে ভাগ করেছে। এগুলো হলো–ভেতরের লোক, অনুপ্রবেশকারী, ভাইরাসের স্রষ্টা ও অপরাধী চক্র। কারা সাইবার অপরাধী হয় সে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বর্তমান বা সাবেক কর্মচারীরা এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। এরা লোভে পড়ে বা অর্থের জন্য নিজের প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তথ্য পাচার করে, পাসওয়ার্ড বিক্রি করে, কিংবা অবকাঠামোগত দুর্বলতাগুলো অপরাধীর কাছে প্রকাশ করে। আর হ্যাকার হলো প্রতিষ্ঠানের বাইরের লোক। কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে এরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কে পাসওয়ার্ড বা নিরাপত্তা ব্যূহ ভেঙে প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ গোপন ঠিকানায় সরিয়ে দেয়। তবে ভাইরাস আবিষ্কারকেরা (রাইটার) অন্যান্য সাইবার অপরাধী থেকে আলাদা। এদের আর্থিক লোভ থাকে না। কৌতূহলবশত কিংবা বিকৃত মানসিকতা থেকে এরা এসব করে থাকে।

মোবাইল ফোন একটি তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্কের অংশ। তাই মোবাইলে চাঁদাবাজি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, অশ্লীল বার্তা প্রেরণ এবং অপরাধীদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ সাইবার ক্রাইমের অংশ। ইতিমধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মোবাইল ফোনে চাঁদাবাজির অপরাধ পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় সন্ত্রাসীর নাম করে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা মোবাইল ফোনে চাঁদাবাজি করছে। কয়েক বছর আগে এ ধরনের চাঁদাবাজির শিকার হয়ে একটি বহুজাতিক কোম্পানির প্রধানকে বাংলাদেশ ছাড়তে হয়েছে।

সাইবার অপরাধীর কাছে একটি নেটওয়ার্ক অপরাধের ক্ষেত্র হতে পারে। কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নেটওয়ার্কে প্রবেশ করানো যেতে পারে কম্পিউটার ভাইরাস। কোনো প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার থেকে চুরি করা যেতে পারে তথ্যাদি। কম্পিউটারে তৈরি করা যায় জাল দলিলপত্র।

আমাদের সরকারি অফিসগুলো এখনো ই-গভর্নেন্সের আওতায় আসেনি, সেটা ঠিক। কিন্তু সব সরকারি দপ্তরেই কম্পিউটার রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অচিরেই হয়তো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ই-গভর্নেন্সের আওতায় চলে আসবে। এসব প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে সাইবার জগতে প্রবেশ করছে। সরকারি কর্মকর্তারা ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করছেন।

কিছু কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেওয়ার কর্মসূচি চালু করেছে। দেশের অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। পাবলিক পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষার ফল এখন ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন পরিষেবার বিল ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিশোধ করার সুবিধা চালু করা হয়েছে। বেসরকারি খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০০০ সালে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল এক লাখ। কিন্তু ২০০৭ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে চার লাখে। যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে তাতে আগামী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেটের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু সাইবার অপরাধ আমরা সামাল দেব কীভাবে? আমরা কি প্রস্তুতি নিয়েছি বা নিচ্ছি? আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞান না থাকলে পুলিশের পক্ষে সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। সাইবার অপরাধের ক্ষেত্র দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। এ কারণে অপরাধীদের শনাক্ত করা যেমন কষ্টকর, তেমনই শনাক্ত

করা অপরাধীদের গ্রেপ্তারও প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া এ অপরাধের আলামত অবয়বহীন। ফলে সাইবার অপরাধী ধরা এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যথেষ্ট কঠিন।

সারা বিশ্বই এখন সাইবার অপরাধের প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে। বাংলাদেশেও এর বাইরে নয়। কিন্তু সাইবার অপরাধ সম্পর্কে আমাদের কারিগরি জ্ঞানও নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ আস্তে আস্তে সবাই ইন্টারনেট ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। নিজেদের কাজকর্ম যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন সবাই ইন্টারনেটকে ব্যবহার করছে। স্বাভাবিকভাবে অপরাধীরা তাদের ক্ষেত্র হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। এ কারণে এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এ জন্য জাতীয় ভিত্তিক একটি নিরাপত্তা শাখা গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে।

২০০১ সালে টেলিকমিউনিকেশন আইন পাস করা হলেও সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইনের বিষয়টি এতে নেই। ২০০৬ সালে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিলের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেলেও পরে তা সংসদে উত্থাপিত হয়নি। অবশ্য আশার কথা, ইন্টারপোল সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে চারজন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিতে রাজি হয়েছে। খুব শিগগির এ প্রশিক্ষণ চালু হবে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে একটি নতুন সাইবার ইউনিট চালু করা হবে। কিছুদিন আগে সেখানে অপরাধ তথ্য বিশ্লেষণ ইউনিট চালু করা হয়েছে।

আমরা লক্ষ করছি, ইতিমধ্যে দেশে ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি শুরু হয়েছে– যেটা আসলে সাইবার অপরাধ। আস্তে আস্তে ইন্টারনেট ব্যবহার করে অন্য ধরনের প্রতারণাও শুরু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগে থেকেই এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। কারণ এসব অপরাধ কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক দেশ থেকে দ্রুত অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য এটা রোধ করা বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন নতুন আইন। দেশের প্রচলিত আইনে এ ধরনের উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

কামরুল হাসান: সাংবাদিক।

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
Privacy Policy | Terms & Conditions